সরেজমিন অনুসন্ধান

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সামছুল আরেফীন

সরেজমিন অনুসন্ধান

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সামছুল আরেফীন

www.pathagar.com

সরেজমিন অনুসন্ধান

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক ঃ

সামছুল আরেফীন
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০১০

ছবি ঃ
আজিজ ফারুকী
এস এম আলাউদ্দিন

মূল্য : ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী। তিনি বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একটি সুপরিচিত নাম। দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং দেশকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি বরাবরই আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তার এই বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় নানা অপপ্রচার। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে তাকে জড়ানোর অপচেষ্টা চলছেই। এব্যাপারে সরেজমিন রিপোর্ট করার জন্য আমি গিয়েছিলাম মাওলানা নিজামীর নিজ নির্বাচনী এলাকা পাবনার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলায়। যেখান থেকে তিনি দুই দুইবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পাঁচ বছর তিনি সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দু'টি মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছেন। গত ২৯ জুন হয়রানীমূলক মামলায় মাওলানা নিজামীকে গ্রেফতার করা হয়। ওই মামলায় জামিন পেলেও একের পর এক হয়রানীমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় তাকে জড়িয়ে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

সরেজমিন অনুসন্ধানের সময় আমার সাথে ছিলেন দৈনিক সংগ্রামের পাবনা জেলা প্রতিনিধি এসএম আলাউদ্দিন ও সাঁথিয়া প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম। আমরা গত এপ্রিলের প্রথম দিকে প্রায় সপ্তাহখানেক পুরো এলাকা চষে বেড়িয়েছি। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছি। কথা বলেছি বিভিন্ন বয়সী, শ্রেণী ও পেশার মানুষের সাথে। আর কথা বলতে কোথাও ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ালে ভীড় জমে যেতো শত শত মানুষের। অনেকে অপপ্রচার নিয়ে আমাদের সামনে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। সেখানকার বিভিন্ন দল ও মতের মানুষের একটাই কথা, মতিউর রহমান নিজামীর মতো মানুষ হয় না। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরাও বলেছেন, আমরা তাকে ভোট না দিলেও এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়াতো দূরে থাক, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি এলাকায়ই ছিলেন না।

এ বছরের ১৯ এপ্রিল থেকে সরেজমিন প্রতিবেদনের ৬টি পর্ব দৈনিক সংগ্রামে ছাপা হয়েছে। পাঠকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই সবগুলো একত্রে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। অবশ্য এখানে আরো একটি পর্ব সংযোজন করা হলো। এ পর্বের জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এসএম আলাউদ্দিন। পাশাপাশি একটি ফটো এ্যালবামও যুক্ত করা হয়েছে।

সামছুল আরেফীন
২০ সেপ্টেম্বর ২০১০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	মনমথপুরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে পরিকল্পিত মিথ্যাচার	০৫
২।	ধূলাউড়ি হত্যাকাণ্ড নিজামীকে জড়ানোয় বিস্মিত এলাকাবাসী	১৩
৩।	ডেমরায় গণহত্যা নিয়ে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা	১৭
৪।	১৯৫৫ সালের পর বেশীর ভাগ সময়ই এলাকার বাইরে ছিলেন তিনি	২২
৫।	রাজনৈতিক কারণেই অপপ্রচারের শিকার মাওলানা নিজামী	২৮
৬।	সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন	৩১
৭।	বৃশালিকা হত্যাকাণ্ড মুক্তিযোদ্ধারাই বলছেন হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, তাকে সে সময় এলাকায়ই কেউ দেখেনি	৩৪
৮।	পাবনার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকার	৩৯
৯।	ফটো এ্যালবাম	৪১

www.pathagar.com

মনমথপুরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে পরিকল্পিত মিথ্যাচার

জলজ্যান্ত মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মনমথপুর গ্রামবাসী। এই গ্রামেরই সন্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে এই গ্রামের বটেশ্বর সাহা নামে এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে তার কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের সাথে কথা বলে। বয়স্ক পুরুষ মহিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে মাওলানা নিজামী তার গ্রামেই যাননি। সে সময়ে তাকে এলাকায় দেখেছে বলে একজন সাক্ষীও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং ভাড়া করে মিথ্যা সাক্ষী সাজানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মনমথপুরের সাহাপাড়ার মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম মাস্টার (৭০) এর বাড়ি পুড়িয়ে দেয় রাজাকাররা। তিনি বলেন, আমরা লুৎফর রাজাকার আর শাহজাহান রাজাকারকে দেখেছি। যুদ্ধের সময় তো নিজামী ছাত্র ছিল। সে সময় আমাদের এলাকায় তাকে দেখিনি। তিনি জানান, যে দিন আমার ঘর পোড়ায় সে দিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। একই গ্রামের আবদুল মালেক (৫২) বলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে সে দিন লুৎফর রাজাকার আর শাহজাহান রাজাকার আমাদের পাড়ায় লুটতরাজ করেছিল। আমার বড় একটা খাসি নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, লুৎফর রাজাকার, শাহজাহান রাজাকার আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। তাদের বিচার হতেই হবে। কেউ মামলা না করুক, আমি করবো। তিনি উল্লেখ করেন, দিনটা ছিল শুক্রবার। তারা লুটপাট করে মালপত্র নিয়ে যায়। আর বটেশ্বর তো মারা যায় অন্য ঘটনায়।

বটেশ্বর হত্যাকাণ্ড

বিভিন্ন পত্রিকায় গণতদন্ত কমিশনের বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে মনমথপুর গ্রামের বটেশ্বর সাহাকে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, "নিজামী তার

www.pathagar.com

গ্রামের ঝুটি সাহার ছেলে বটেশ্বর সাহা নামে এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেন। নিজামীর বিরুদ্ধে প্রায় অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন মিয়াপুর গ্রামের মোহাম্মদ শাহাজাহান আলী (পিতা-জামাল উদ্দিন)। যুদ্ধের সময় রাজাকারদের হাতে আটক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে তার গলায়ও ছুরি চালানো হয়েছিল। অন্যদের জবাই করলেও শাহজাহান আলী ঘটনাক্রমে বেঁচে যান। গলায় কাটা দাগ নিয়ে তিনি এখন পঙ্গু জীবন যাপন করছেন। তার সহযোদ্ধা দারা, চাদ, মুসলেম, আখতার, শাহজাহান-এদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে গরু জবাই করার লম্বা ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়। সে দিন প্রায় ১০/১২ মুক্তিযোদ্ধাকে জবাই করেছিল নিজামী। মুক্তিযোদ্ধা কবিরের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা মতিউর রহমান নিজামীর বলে শাহজাহান আলী জানিয়েছেন।"

এ নিয়ে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি সেই গ্রামে। ঘটনাস্থলসহ পুরো মনমথপুর গ্রামের অধিবাসীদের সাথে কথা বলেছি। আলাপ হয়েছে নানামতের মানুষের সাথে। বটেশ্বর হত্যাকাণ্ড নিয়ে এলাকাবাসী জানান, বটেশ্বর বেড়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী শুশিল পালের গোমস্তা থাকায় সে সময় প্রচুর টাকা ও সোনার গহনা নিয়ে পালিয়ে আসে। এ কথা জানাজানির পর তার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে বটেশ্বর সাহা মারাত্মক জখম হয়। বটেশ্বর সাহার কাকাতো ভাই রঞ্জিত কুমার সাহা (৭০) বলেন, আমি, আমার ভগ্নিপতি ও নবসহ কয়েকজন গৌরঙ্গি চলে যাই। সে সময়

মনমথপুরের বটেশ্বর সাহার কাকাতো ভাই রঞ্জিত কুমার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন

www.pathagar.com

বটেশ্বরকে আমাদের সাথে যেতে বলি। সে যায়নি। পরে সে মারা যায়। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ডাকাতি হয়েছিল। সাহাপাড়ায় অনেক হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিল। মূলত তাদের মালামাল লুট করার জন্যই ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতির সময় বটেশ্বর সাহা আহত হয়েছিল। বটেশ্বর সাহাতো আমাদের বাড়ীতে খুন হয়নি। আহত হওয়ার পর সে বহুদিন বাড়ি ছিল। পরে রাঙ্গামাটিয়া থেকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায়। তার লাশও আমরা পাইনি। তিনি আরো বলেন, ৮৬'র নির্বাচনের আগে তো নিজামীকে আমরা দেখিনি। ৭১'এ যুদ্ধের সময়টাতেও আমরা নিজামীকে দেখিনি। তাকে তো চোখেই পড়েনি। তাকে দেখেছি অনেক পরে। তবে সে সময় লুৎফর রাজাকার আর শাহজাহান রাজাকারকে আমরা চিনতাম।

আবদুল হাইকে রাজাকারে পাঠায় তারই পিতা

আবদুল মালেক জানান, আবদুল হাইকে রাজাকারে নিয়েছে তার পিতা হফিজ উদ্দিন। নিজে দালালী করতো আর তার ছেলেকে দিয়েছিল রাজাকারীতে। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা বাতেন (সোনাতলা) নিজামীর চাচা বজলু আর হফিজ উদ্দিনকে নিয়ে গিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে বজলু যায় স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার জন্য আর হফিজ নিজে যায় দালালী করতে আর ছেলে আবদুল হাইকে পাঠায় রাজাকারীতে। তিনি বলেন, আমি জামায়াত করি না, নিজামীর পার্টি করি না। '৭১ সালে আওয়ামী লীগ করেছি। নৌকার পক্ষে কাজ করেছি। এলাকার ছেলে হিসেবে আমি বলবো নিজামীর মতো মানুষ হয় না।

যুদ্ধের সময় গ্রামে কেউ দেখেনি নিজামীকে

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মাওলানা নিজামীকে এলাকায় দেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনমথপুরের আবদুল গফুর শেখ (৭৫) ও আবদুল জাব্বার (৭০) বলেন, ছোটবেলা থেকেই তাকে আমি দেখেছি। ওতো এ ধরনের ছেলেই না। সে রাগ করতে জানে কিনা আমরা জানি না। সে সাঁথিয়ায় বোয়াইলমারী মাদরাসায় পড়েছে, শিবপুর মাদরাসায় পড়েছে। আমরা দেখতাম, মাদরাসায় যাওয়ার সময় চুপচাপ বই নিয়ে যেতো, ছুটি হলে চলে আসতো। কোন ছেলের গায়ে কোনদিন হাত তুলেছে বলে আমরা

www.pathagar.com

দেখিনি। বরং কোথাও মার খেলে কেঁদে কেটে চলে আসতো, কিছু বলতো না। তিনি বলেন, তার প্রশংসার কোন শেষ নেই। আসলে তার মতো লোক হয় না। সবই ষড়যন্ত্র। মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে।

মাওলানা নিজামীর বাড়ির কাছের মানুষ হযরত আলী ওরফে হয ভাই (৭০) বলেন, ওকে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি। ওর মতো ছেলে হয় না। রুস্তম আলী প্রামানিক (৭২) বলেন, মনমথপুর স্কুলে নিজামীর সাথে আমরা একসাথে পড়েছি। স্কুলে যাওয়ার সময় ডানে বাঁয়ে কোন দিকে তাকাতো না। তার বিরুদ্ধে এখন যা বলা হচ্ছে, তা শুনে আমার শরীর কাঁপছে। তিনি জানান, ৫৫ সালে শিবপুর মাদরাসায় চলে গেলো। শিবপুর মাদরাসায় যাওয়ার পর এলাকায় তাকে খুব একটা দেখা যায়নি। এলাকায় আসতোই না। ওই সময়টাতে সে আসলে পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। রহমত মোল্লা (৭২)ও বললেন একই কথা। কুবাদ আলী প্রামানিক (৭০) বলেন, '৭০ এর নির্বাচনের আগে বোয়াইলামরী মাদরাসায় ছাত্রদের একটি সভায় নিজামী ভাষণ দিয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ছাত্রদের প্রধান কাজ হলো পড়াশুনা করা। পড়াশুনা নিয়েই ছাত্রদের থাকতে হবে। ছাত্রদের নির্বাচনের কাজে জড়ানো উচিত হবে না। এই লোক মানুষ মারতে পারে? তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আবদুর রশিদ চাদু নাকি বলেছে, নিজামী মানুষ মেরেছে, সে তা দেখেছে। তার বাড়িতো এখান থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে। সে কীভাবে দেখলো নিজামী নিজ হাতে মানুষ মেরেছে? আর সে সময় তো খুব ছোট ছিল। তার জন্ম কবে? নূর মোহাম্মদ (৫৫) বলেন, ৮৬ নির্বাচনের সময় তার সাথে আমার পরিচয়। এর আগে তাকে দেখিনি।

মনমথপুরের মধ্যপাড়ায় কথা হয় বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের সাথে। এলাকায় যাওয়ার পর সাংবাদিক আসার খবর শুনে দৌড়ে আসতে থাকে শত শত মানুষ। তাদের একটাই কথা, এলাকার ছেলে নিজামীর বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে সবই অপপ্রচার। আওয়ামী লীগ সমর্থক জাবেদ আলী প্রামানিক (৯৮) বলেন, নিজামী আমার অনেক ছোট। ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে দেখেছি। সে কোন খারাপ কাজ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। নেফাজ উদ্দিন প্রামানিক (৯৬) বলেন, আমরা তাকে জীবনে কোন অন্যায় করতে দেখিনি। নিজামীর মতো সৎ মানুষ সাঁথিয়া কেন, পৃথিবীর কোথাও

www.pathagar.com

খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার সাথে কথা হচ্ছিল মধ্যপাড়া জামে মসজিদে বসে। তিনি বলেন, মসজিদে বসে কেউ মিথ্যা কথা বলে না। যারা নিজামীকে খারাপ বলে তারা হারামী। জাকির হোসেন প্রামানিক (৮০) এরও একই বক্তব্য। তার সাফ কথা, যুদ্ধের সময় আমরা তাকে এলাকায় দেখিনি। ৮০ বছর বয়সী খোরশেদ আলম মাওলানা নিজামীর জন্য নিজের

মনমথপুরের মধ্য পাড়া মসজিদের বারান্দায় কথা বলছেন এলাকাবাসী

জীবন উৎসর্গ করে বলেন, তার বদলে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে চাই। একই গ্রামের সন্তোষ প্রামানিক (৮০) ও আবদুল মান্নান (৫০) বলেন, আমরা তাকে জীবনে কোন অন্যায় করতে দেখিনি। নিজামীর মতো সৎ মানুষ সাঁথিয়া কেন, পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনমথপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদের খতিব ছগির উদ্দিন প্রামানিক (৮২) বলেন, কোনদিন এমন কথা শুনিনি। '৭১ এ যুদ্ধের সময় তো তাকে দেখিইনি। উনিতো সৎ মানুষ। এসব যারা করছে, তাদের ওপর গজব পড়বে। তিনি বলেন, একটা কথা মনে রাখা দরকার, সত্যের জয় সব সময় হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, আমি তাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, তাকে নাম ধরে ডাকলে তিনি খুশি হবেন। এমন মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রচারণা? ইসলামের কথা বলেন বলেই তার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য মিথ্যাচার করা হচ্ছে। আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করুন।

www.pathagar.com

ও খুব ভালো মানুষ

সোনাতলা গ্রাম প্রধান ও আওয়ামী লীগ সমর্থক মোঃ আবুল কাশেম (৫৮) বলেন, সে তো ভালো লোক, তার মতো সৎ লোক আমি কোনদিন পাইনি। তার মুখ দিয়ে কোনদিন কটু কথা শুনিনি। যুদ্ধের সময় তো তাকে চোখেই দেখিনি। আমার যতটুকু মনে পড়ে যুদ্ধের কয়েক বছর পর এলাকায় এসেছিল। তিনি বলেন, আমি বহু মাওলানা দেখেছি, কিন্তু তার মতো মাওলানা আমার চোখে পড়েনি। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে ছোটবেলায় নদীর ঘাটে গোসল করতে যেতো। সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে নদীতে যেতো, গোসল শেষে ফিরে আসতো, এদিক সেদিক তাকাতো না। মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ সবই মিথ্যা কথা।

মনমথপুর মধ্যপাড়ার ৯০ বছর বয়সী ফয়জান (স্বামী মৃত সৈয়দ আলী প্রামানিক) বলেন, আমার বাড়ির দুধ খেয়ে সে বড় হয়েছে। আমি তাকে জানি। সে কোন অন্যায় করতে পারে না। নিজামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওসব কথাই না। ও খুব ভালো ছেলে। ৮০ বছরের জাহেরুন (স্বামী সাদেক আলী) বলেন, তার মতো মানুষ হয় না। এসবই 'মিছা' কথা। মাওলানা নিজামীর গ্রামের বাড়ির কাজের মহিলা জাহেদা খাতুন (৫০) কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, ছোটবেলা থেকেই এই বাড়িতে কাজ করছি। আমার এতোই খারাপ লাগছে, আমি কিছুই বলতে পারবো না। ৭০ বছর বয়সী রাহিমন (স্বামী মৃত রোস্তম আলী) বলেন, দীর্ঘদিন থেকে তাকে আমি চিনি। ও এসব করেছে? আমার বিশ্বাস হয় না। ৯০ বছর বয়সী সখিজান স্বামী মৃত আজমত হক (তুষ্ট) বলেন, ও ভালো মানুষ, ও বদকাম করতে পারে না। তার খারাপ রিপোর্ট পাইনি। আওয়ামী লীগ তার কিছু করতে পারবে না। মঙ্গল প্রামানিক (৭০) বলেন, আমরা একসাথে পড়েছি, স্কুলে গিয়েছি। যুদ্ধের সময় তাকে এলাকায় দেখিনি। পড়ার ধান্দায় ছিল, আসবে কী করে?

মনমথপুর পূর্ব পাড়ার আবদুস শুকুর প্রামানিক (৫৫) বলেন, স্বাধীনের সময় তো সে ছাত্র ছিল। '৭০-এর নির্বাচনের সময় এই মসজিদের সামনে জালসায় বক্তব্য রেখেছিল। বটেশ্বর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রত্যেকটা লোক বলবে, তার মতো ভালো মানুষ হয় না। তার পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

গ্রামবাসীর চ্যালেঞ্জ

মনমথপুর পূর্ব পাড়ার আবদুল্লাহ (৪৮) বলেন, পয়সা দিয়ে মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে। পয়সা দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী বানানো হচ্ছে। তারা গোপনে আসে, গোপনে চলে যায়। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, যারা জানতে আসে তারা যেন ঘোষণা দিয়ে আসে। "প্রকাশ্যে আসুন, দেখেন, এরপর লেখেন।" তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এরা কি সাংবাদিক, না কি সাংঘাতিক? আমরা বলি এক রকম পরে প্রচার করে আরেক রকম। তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, মিথ্যা কথা বলা কোন ধরনের গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের কোথায় লেখা আছে মিথ্যা কথা বলতে হবে? তিনি বলেন, ওই সময় কেউ তাকে দেখে নি। আমরা 'মতি'র কথা শুনেছি। মেধাবী ছাত্র বলে আমরা জানতাম। তিনি খারাপ কাজ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম আবদুস সবুর খান (৫৮) ও বলেন একই কথা। তিনি বলেন, তার মতো মানুষ খারাপ কাজ করতে পারে না। মাওলানা নিজামীর বাল্যবন্ধু রইস উদ্দিন খান (৭১) বলেন, এক সাথে ওঠা বসা করেছি। লেখা পড়া করেছি। কোন খারাপ চোখে পড়ে নি। ওহাব আলী খান (৬৫) ও আবদুর রহিম খান (৫২) বলেন, ফখরুদ্দিন-মইন উদ্দিন গোয়েন্দা নামিয়েছিল। কিছু পায় নি। এখনও ষড়যন্ত্র চলছে।

সলঙ্গী বটতলায় শত মানুষের ভিড়

গত ৭ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৫টায় আমরা সলঙ্গী বটতলায় পৌঁছি। এ গ্রামটি মনমথপুরের পাশেই। একই গ্রামের দুই পাড়ার মতোই মনমথপুর-সলঙ্গীর

সলঙ্গী বটতলায় এলাকার জনগণ জানাচ্ছেন তাদের মতামত

www.pathagar.com

অবস্থান। তখন সেখানে দু'একজন এলাকাবাসী বসা ছিলেন। আমরা আলাপ শুরু করতেই ক্ষণিকের মধ্যেই শত শত মানুষ জড়ো হয়ে যায়। তারা সবাই একবাক্যে বলতে থাকে, নিজামীর মতো মানুষ হয় না।

স্থানীয় বিএনপি নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুস (৬৫) বলেন, উনাকে তো আমরা যুদ্ধের সময় পাইনি। কোথায় ছিল জানি না, তবে এলাকায় ছিল না। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় আমরা তার ছায়া পর্যন্ত দেখিনি। দেখা গেলে বেঁচে থাকতো? হাতে হাতে শেষ। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে লোকটি বটেশ্বর হত্যা নিয়ে বলে, তার বয়স তখন কত ছিল? আমরা যুদ্ধ করলাম আমরা জানলাম না, সে দেখে ফেললো? সে কীভাবে দেখলো নিজামী বটেশ্বরকে মেরেছে। এ সময় সমস্বরে এলাকাবাসী বলে ওঠে, আসলে উনার মতো মানুষ হয় না। যে ভালো চিরদিনই ভালো, আর যে খারাপ সেতো চিরদিনই খারাপ। যারা বলছে, তারা সবাই মিথ্যা বলছে। আওয়ামী লীগের সমর্থক লোকমান হোসেন (৬০) বলেন, উনিতো সে সময় ছাত্র ছিল। মানুষ মারে কীভাবে? সে সময়তো উনি দেশেই ছিল না। কোন জায়গায় ছিল তাও জানি না।

রইস উদ্দিন (৬০) বলেন, বটেশ্বরকে কারা মেরেছে তা আমরা জানি না। তবে এটা বলতে পারবো নিজামী তখন এলাকায়ই ছিল না। তাকে আমি ছাত্রাবস্থা থেকে দেখেছি। আমাদের গ্রামের লোক, আমাদের চেয়ে বেশী ভালো করে আর কে চিনবে? তিনি বলেন, তার কোন দোষ নেই। কেউ বলে থাকলে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।

আবদুর রশিদ (৭০) বলেন, চরিত্রবান ছেলে, আমরা তাকে ভালোই জানি। সে কোনভাবেই খারাপ কাজ করতে পারে না। ৭১ এর পরে যাদের জন্ম, তারা আবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কী করে? তিনি বলেন, যুদ্ধের সময়তো তাকে দেখিনি। নিজামীর খোঁজই তো ছিল না। এ সময় দৌড়ে আসেন ৭৮ বছর বয়সী আবুল কাশেম। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বলেন, তার মতো লোক হয় না। নিজামীর বিরুদ্ধে যেই খারাপ কথা বলবে, সেই মানুষের অভিশাপে মারা যাবে।

তোরাব আলী (৭৩) ও মোজাম্মেল হক (৬৫) বলেন, যুদ্ধের সময় আমরা তাকে দেখিনি। মানুষ মারাতো দূরে থাক, সে সময় তার নামই শুনিনি। যখন ইলেকশন করলো, তখনই চিনলাম। কোবাদ আলী মোল্লা (৬৫) বলেন, আমারও একই বক্তব্য। যুদ্ধের সময় তার নামও শুনিনি, দেখিওনি।

প্রকাশকাল : ১৯ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

ধূলাউড়ি হত্যাকাণ্ড
নিজামীকে জড়ানোয় বিস্মিত এলাকাবাসী

মুক্তিযুদ্ধের সময় ধূলাউড়ি হত্যাকাণ্ডের সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জড়ানোর চেষ্টায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে যেই আবদুল কুদ্দুস নিজামীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আসলে সেই দিন সেই মুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্ত করে দিয়েছিল। সেই দিন অস্ত্রসহ পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়েও সে অক্ষত ফিরে আসে, অন্যরা

ধূলাউড়ির ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন এলাকার প্রবীণজন

মারা পড়ে। এলাকাবাসী বলছেন, সে সময় নিজামীর আসাতো দূরের থাক, তারা তার নামই জানতেন না। তারা মনে করেন, রাজনৈতিক কারণেই মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গত ৮ এপ্রিল ধূলাউড়িতে কথা হয় এলাকাবাসীর সাথে। এ সময় ধূলাউড়ির আবদুল হামিদ খান (৭০) বলেন, আমি সে সময় সিও অফিসে মাস্টার রোলে চাকরি করতাম। তখন সার্কেল অফিসার ছিলেন আবদুল মজিদ। তার বড় ছেলে ছিল জাহাঙ্গীর। সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সে সময় একটা প্রজেক্ট ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য। আমাকে তার সেক্রেটারি করা হয়। আমি

www.pathagar.com

প্রজেক্টের টাকা উঠিয়ে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দিতাম। তাদের আইডি করে দিতাম। টাকা উঠানোর সময় এক পর্যায়ে রাজাকাররা বাধা দিয়েছিল। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সে দিন ছিল শুক্রবার। স্বাধীনের ৫/৬ দিন আগে। হাটে-বাজারে ব্যাপক আলোচনা। পাক বাহিনী সীমান্তের দিকে চলে গেছে। মোজাম্মেল হকের বৌভাত শনিবার। রাত সাড়ে ১০টার দিকে এলাকার নিয়ম অনুযায়ী মুরুব্বিরা বসে আলোচনা করে। এ সময় আবুল কাশেম ফকির, আবদুল কুদ্দুস (চেয়ারম্যান) তার ভাগিনার বিয়ে, সে তখন আসে। তিনি বলেন, রাত ১টার দিকে সবাই শুতে গেলাম। রাত পৌনে ৩টার দিকে আবু বকরের (ধোপাদহ ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান) নেতৃত্বে ২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা আসলো। তারা সেল্টার চাইলো। আমি আবুল ফকিরকে ডাকি। তাদের সবাইকে বিভিন্ন বাড়িতে ভাগ করে দেই। আবদুল আউয়াল চাচা, আমজাদ চাচা, মুসলেম ফকিরের বাড়িতে সবার থাকার ব্যবস্থা করি। তিনি আরো বলেন, বাড়ির সামনের দিকে রাস্তার পাশে যারা ছিল, তাদের সাথে আমেনা খাতুনের ছেলে কুদ্দুস নামে একটি ১০/১২ বছর বয়সের ছেলে ছিল। তারা মুড়ি মেখে খায়। গামছায় কিছু মুড়ি দিয়ে ছেলেটির হাতে একটি রাইফেল দিয়ে তাকে সেন্ট্রির দায়িত্ব দেয়। তিনি বলেন, তারা খুব হইহুল্লড় করছিল। আমি তাদের হইহুল্লড় করতে মানা করি। তিনি আরো বলেন, সবাইকে রেখে আমি নিজ ঘরে এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। তার আগে একটা সিগারেট খাই। এমন সময় ঘরের পাশে খট-খট শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ করে মেশিনগান থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনতে পাই। আমি দৌড়ে খাটের নিচে শুয়ে পড়ি। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে সময় প্রচুর আর্মি এসেছিল। এর বাইরে কেউ ছিল কিনা মনে পড়ছে না। তবে ওই ছেলেটাই সব দেখিয়ে দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের চিনিয়ে দিয়েছিল।

আবদুল মতিন ফকির (৬০) বলেন, সে সময় আমার মেট্রিক পরীক্ষা চলছিল। সে দিন রাত সাড়ে ৩টায় আমি ধরা পড়ি। আমি প্রথমে মেয়েদের শাড়ী পরে ঘর থেকে বের হই। কিন্তু সামনে এগিয়ে গেলেই ধপ করে শাড়ি ধরে ফেলে, আমি ধরা পড়ে যাই। ধরেই আমার গালে একটা ধাপ্পড় মারে। আমি পড়ে যাই। পড়ে আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে। একজন

www.pathagar.com

মিলিটারী গুলী খায়। তারা জালাল হাজীকে ধরে ধাক্কা মারে। তিনি আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার চাচাতো ভাই আবদুর রশিদকে ধরে নিয়ে আমার সামনেই বেয়োনেট চার্জ করে। ভোরে ঘরে আগুন দেয়। সে সময় ১১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মারা হয়। আর স্থানীয় ৯ জন মারা যায়। তিনি আরো বলেন, আমি নিজাম চেয়ারম্যানকে এখনো বলি, আপনি সে দিন পালিয়ে না গিয়ে সামনে আসতেন, তাহলে এতো মানুষ মরতো না। এটা শুনে তিনি বলেন, বেটা এখনো এটা বলো?

সে সময় নিজামীর নাম গন্ধই ছিল না

আবদুল জাব্বার প্রামানিক (৮২) বলেন, সে সময় নিজামীর নাম গন্ধই ছিল না। আমরা তাকেতো চিনতামই না। নিজামী এখানে আসে কী করে? তিনি বলেন, আসলে মাধপুরের আবদুল কুদ্দুসই মুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্ত করে দিয়েছিল। সেই অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্ত করতে অন্য কারো প্রয়োজন হয়নি। আর পাক সেনারাও তাকে কিছু করেনি। তিনি বলেন, তখন সবাই আওয়ামী লীগ করতো। সারা জীবন আওয়ামী লীগ করেছি।

হাজী আবদুল গফুর ফকির (৭৩) বলেন, যে সময় এখানে অপারেশন চলে তখন নদীর ওপারেই ছিল নিজামের (বর্তমানে সাঁথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান) নেতৃত্বে ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল। তারা যদি একটি করে ফায়ারও করতো, তাহলে এতো বড় ধরনের অঘটন হয়তো ঘটতো না। তিনি বলেন, সে সময় নিজামীর নামতো আমরা শুনিইনি, এই এলাকার লোক সে সময় তাকে চিনতোই না। '৮৬ নির্বাচনের সময়ই তাকে আমরা চিনি। তিনি আরো বলেন, আসলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেই বলা হয়, নিজামী লোক মেরেছে। মানুষ মারা লোক তিনি নন।

ধোপাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তেথুলিয়া গ্রামের মরহুম সৈয়দ আলীর পুত্র মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ধূলাউড়িতে সাত্তার রাজাকারের সহযোগিতা বা উপস্থিতি এবং মতিউর রহমান নিজামীর পরিকল্পনা, নির্দেশনা বা উপস্থিতিতে হত্যা করার ঘটনা মোটেই সত্য নয়। তিনি বলেন, নিজামী আর আমি দু'জনই সে সময় ছাত্র রাজনীতি

www.pathagar.com

করতাম। একই মাঠে অনেক ফুটবল খেলেছি। আবদুস সাত্তার ছিল আমার বয়সে অনেক ছোট। তাকে ও তার পরিবারকে আমি চিনি ও জানি। কাজেই ঐদিন ধূলাউড়িতে নিজামী বা সাত্তার থাকলে নিশ্চয়ই আমি চিনতাম। কারণ ওই দিন পুরো ঘটনাই আমি দেখেছি। তবে ঐ স্থানে দু'জন রাজাকার ইউনিফর্ম ছাড়া ছিল যাদের আমি কখনই দেখিনি বা চিনি না। এছাড়া যদি কেউ অন্যদের নাম উল্লেখ করে তবে বলবো, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই নাম বলছে।

১৯৭১ এ সাত নম্বর সেক্টরের মাধপুরের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুস সম্পর্কে তার রণাঙ্গনের সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধারা জানান, ধূলাউড়িতে আবদুল কুদ্দুসের সাথেই ধরা পড়েন রুদ্রগতি গ্রামের সুফিয়া প্রামানিকের ছেলে শহীদ আবদুস সামাদ। পাকবাহিনী আবদুস সামাদকে ধরে এনে সাঁথিয়া থানার সামনে রাস্তার পাশে বেলগাছে ঝুলিয়ে মাধপুরের আবদুল কুদ্দুসের সামনেই নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করে। একই সঙ্গে দু'জন ধরা পড়লে আবদুস সামাদকে হত্যা করলো আর আবদুল কুদ্দুসকে ভারতীয় স্টেনগানসহ ধরা পড়ার পরও ক্যাম্পে অক্ষত রাখা নিয়ে এলাকায় নানা গুঞ্জন রয়েছে।

উল্লেখ্য, কথিত গণতদন্ত কমিশনের বরাত দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, "১৯৭১ এ সাত নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা মাধপুরের আবদুল কুদ্দুসকে (পিতা মৃত ডা. সৈয়দ আলী শেখ) আলবদররা ধরে নিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ আলবদর ক্যাম্পে রাখে। ক্যাম্পে অবস্থানের সময় তিনি সেখানে আলবদর কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদির পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করেন। এ পরিকল্পনায় মতিউর রহমান নিজামী নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে তিনি জানান। ২৬ নবেম্বর সাত্তার রাজাকারের সহযোগিতায় ধূলাউড়ি গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যরা ৩০ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। মতিউর রহমান নিজামীর পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী সাত্তার রাজাকার তার কার্যক্রম পরিচালনা করতো বলে তিনি জানিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা কুদ্দুস আলবদর বাহিনীর একটি সমাবেশ এবং গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। বৈঠকে মতিউর রহমান নিজামীও উপস্থিত ছিলেন।"

প্রকাশকাল : ২০ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

ডেমরায় গণহত্যা নিয়ে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা

মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঁথিয়ার ডেমরা এলাকায় বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেখানে শতশত মানুষ হত্যা করে গণকবর দেয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষসহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এ ঘটনা কেন, পুরো যুদ্ধের সময়ই তারা

ডেমরা বাজারে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে এলাকায় দেখেনি। সে সময় তার নামই শোনেনি কেউ। সবই রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা বলে মনে করেন তারা।

ডেমরা বাজারে কথা হয় ডেমরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মলয় কুমার কুন্ডু'র সাথে। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ৫ বছর। যুদ্ধের সময় আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। সে ঘটনায় আমার আত্মীয়-স্বজন মারা গেছেন। তিনি বলেন, ঘটনার সময় নিজামী কোথা থেকে আসবে? আমার পরিবারের কেউ কখনও বলেনি, নিজামী সে ঘটনার সময় এসেছিল। তিনি বলেন, আমাদের ডেমরা এলাকার কেউ বলতে পারবে না নিজামী এখানে কিছু করেছে। আপনারা বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। তিনি বলেন, আমাদের এলাকায়ই শুধু নয়, গোটা পাবনা এলাকায় প্রথম গণহত্যা এটাই। এছাড়া ৯ নভেম্বর কালিয়ানীতে আরেকটি অপারেশন হয়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ হয়। ৮/৯ জন মুক্তিযোদ্ধা এ সময় শহীদ হন।

www.pathagar.com

স্বচক্ষে নিজামীকে দেখিনি-আ'লীগ নেতা

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আক্কাস আলী (৬৭), যিনি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলেও এ নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, সে ঘটনার সময় আমি স্বচক্ষে নিজামীকে দেখিনি। তিনি বলেন, পূর্ব দিক থেকে তারা আক্রমণ চালায়। ৫০০/৬০০ লোক মারা গিয়েছিল। তিনি জানান, তখন পত্রিকায় দেখেছি আলবদর বাহিনী হয়েছিল। নিজামী অন্য কোথাও কিছু করেছে কিনা বলতে পারবো না, তবে আমাদের এলাকায় কিছু করেনি। তিনি উল্লেখ করেন, তিনি এ কাজ করেছেন, এমন কোন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যাবে না। মাজাটের বাসিন্দা আক্কাস আলী (৬৫) বলেন, নিজামীর নামইতো শুনিনি। সে সময় আসাদ দালাল এসেছিল। অনেক ধনী হিন্দু এই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল, অনেক বাড়ী ঘর পোড়ায়। খন্দকার আবদুল বাতেন (৮০) বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের ঘটনা। সেদিন আমি বাড়ীতেই ছিলাম। নিজামীকে আমি দেখিনি। আসাদ দালালকে দেখেছি। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (৬৫) বলেন, স্বাধীনের সময় আমরা তাকে এলাকায় দেখিনি। যেটা দেখিনি, সেটা বলবো কী করে? তিনি বলেন, আমার জানা মতে, তিনি ভালো লোক।

ধূলাউড়ি ইউনিয়নের বাউশগাড়ী বধ্যভূমি স্মৃতি সৌধের পাশে দাঁড়িয়ে কথা হয় জামাল উদ্দিন প্রামাণিক (৮০) এর সাথে। তিনি বলেন, সে সময়টা ছিল

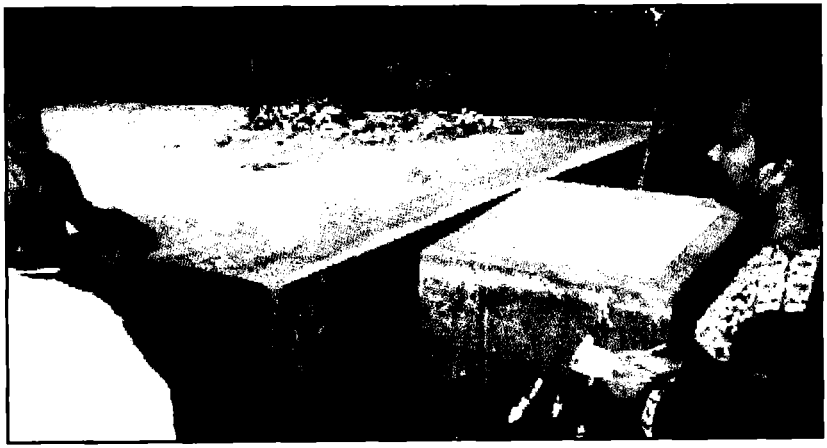

ধূলাউড়ি ইউনিয়নের বাউশগাড়ী বধ্যভূমি স্মৃতি সৌধ

www.pathagar.com

জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্রবার। আমার বাড়ীতেই মানুষ মারলো। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারে। প্রায় সাড়ে ৭শ' মানুষ মারা যায় সে সময়। ঘটনায় আমার ভাই-ভাগিনা মারা গিয়েছিল। আমার বাড়ীর সামনেই গণকবর হয়েছিল। মাটি খুড়ে লাশ চাপা দেয় পাকসেনারা। তিনি বলেন, বেড়ার আসাদ নিয়ে এসেছিল। নিজামীকে তখন আমরা দেখিইনি। পুরো যুদ্ধের সময়ই তাকে আমরা এলাকায় দেখিনি। তিনি বলেন, তার ব্যাপারে কোন খারাপ রিপোর্ট পাইনি। আজমত মন্ডল (৫৫) বলেন, এখানে হিন্দুদের বাস ছিল বেশি। বাইরে থেকে আরো হিন্দু এসেছিল। তাদের সাথে সোনাদানা ছিল। এই লোভেই আসাদ দালাল আর্মি নিয়ে এসেছিল লুট করার জন্য।

এটা পার্টিগত ইস্যু, আসলে কিছু না

নাগডেমরা স্কুলের মাঠে কথা হয় এলাকাবাসীর সাথে। এ সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন সোনাই (৬৮) বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধা ছিলাম। আমাদের এলাকায় নিজামী নামে কোন লোক

নাগডেমরার স্কুল মাঠে এলাকাবাসী জানাচ্ছেন তাদের মতামত

আছে, তখন আমি জানতামই না। নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর তাকে আমি চিনলাম। তিনি বলেন, এটা পার্টিগত ইস্যু, আসলে কিছু না। আমি লোক হিসেবে তাকে যতটুকু জানি, তিনি এমন কাজ করতে পারেন না। অন্তত: তিনি আমাদের এলাকায় এমন কিছু করেননি। অন্য কোথাও করেছেন কিনা, তা জানি না। তিনি উল্লেখ করেন, আসলে উনি ভালো লোক, পার্টি

www.pathagar.com

করে বলেই তার বিরুদ্ধে এগুলো বলা হচ্ছে। তাহলে অভিযোগ কেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কই আমাদের এলাকার কোন মুক্তিযোদ্ধাতো এমন কথা বলেনি। বাইরের কে কী বললো তা আমরা বলতে পারবো না। আবদুল মজিদ সরকার (৮০) বলেন, যুদ্ধের সময় তাকে দেখেছি বলে মনে হয় না। খেয়াল করতে পারছি না। ওহাব আলী প্রামাণিক (৬২) বলেন, আমীর হওয়ার পর তার নাম ডাক ছড়িয়েছে। যুদ্ধের সময়তো তার নাম ডাক শুনিনি। ইলেকশনের সময় তাকে চিনি।

নাগডেমরার মাঠে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন এলাকাবাসী

আওয়ামী লীগ সমর্থক বাদেশ উদ্দিন খান (৮২) বলেন, আমাদের এলাকায় কোন গোলমাল ছিল না। কোন বাড়িও ভাঙ্গেনি। তবে আমাদের এলাকার ওপর দিয়ে মিলিটারী গিয়েছিল ডেমরায়। তিনি উল্লেখ করেন, বেড়ার আসাদ রাজাকার মিলিটারীদের নিয়ে গিয়েছিল। কেন তাহলে নিজামীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সামনাসামনি কেউ এটা বলতে পারবে না। আড়ালে আবডালে বলে থাকে।

পল্লী ডাক্তার গোলাম মর্তুজা খান লোদি (৭৬) বলেন, আমাদের এই এলাকার মধ্যে ডেমরায়ই বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, বেড়ার বড় বড় হিন্দুরা ডেমরায় আশ্রয় নিয়েছিল। মূলত তাদের মালামাল লুট করার জন্যই সে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। সেখানে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। এর মধ্যে বাইরের লোকই বেশি ছিল। মাওলানা নিজামী

www.pathagar.com

সম্পর্কে তিনি বলেন, তার ব্যাপারে খারাপ কিছু জানি না। আওয়ামী লীগ সমর্থক আকবর সর্দার (৭৫) বলেন, যুদ্ধের সময় আমরা তাকে দেখিনি। ভোট যখন চাইতে আসলো, তখনই তাকে চিনলাম।

নাগডেমরার বাসিন্দা আবদুল মতিন (৭৫) বলেন, কী বলবো বলার কিছু নেই। ইলেকশনের সময়ইতো তাকে আমরা চিনলাম। ওই সময় তিনি এলাকায়ই তো ছিলেন না। সব ডাহা মিথ্যা।

আওয়ামী লীগ সমর্থক ময়েন সরকার (৮৪) এর মন্তব্যও একই। মোজাহার আলী প্রামাণিক (৭০) মাওলানা নিজামী সম্পর্কে বলেন, আগেতো তাকে চিনতাম না। এমপিতে দাঁড়ানোর পর তাকে চিনি। সোজা কথা, তিনি কোন অকাম-কুকাম করতে পারেন না। ডেমরার ঘটনায় নিজামী সাহেব থাকতে পারেই না। ছিল আসাদ দালাল।

প্রকাশকাল : ২১ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

১৯৫৫ সালের পর বেশীর ভাগ সময়ই এলাকার বাইরে ছিলেন তিনি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মনমথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই তিনি বেশীরভাগ সময় এলাকার বাইরে কাটিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই তিনি এলাকায় গিয়েছেন, এমন কথা কেউ বলেনি। সে সময় তার পরিচিতি গ্রামের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূলতঃ ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়েই তিনি এলাকায় পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, খোদাভীরু এবং যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপোষহীন এই সংগ্রামী নেতা ১৯৯১ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনার সাঁথিয়া-বেড়া এলাকার গণমানুষের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে তিনি যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন তা জাতির কাছে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বলে মনে করে সাঁথিয়ার জনগণ।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মনমথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম লুৎফর রহমান খান একজন খোদাভীরু লোক ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই মাওলানা নিজামী ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী গড়ে ওঠেন। নিজ গ্রাম মনমথপুর প্রাইমারী স্কুলে তার লেখা-পড়ার সূচনা হয়। এরপর তিনি সাঁথিয়ার বোয়াইলমারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। প্রখর মেধার অধিকারী নিজামী বরাবরই বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে পাবনার শিবপুর ত্বহা সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে সমগ্র বোর্ডে ষোলতম স্থান অধিকার

www.pathagar.com

করে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৬১ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

শিবপুর তৃহা সিনিয়র মাদ্রাসায় ফাজিল ক্লাসে অধ্যয়ন করার সময় মাওলানা নিজামী বেশ কিছু উদ্যোগী ও মেধাবী ছাত্র নিয়ে একটি সংগঠন কায়েম করেন। তার নেতৃত্বে সংগঠিত এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মানুষের ও সমাজের কল্যাণে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা মাওলানা নিজামী ছাত্রাবস্থায়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তার এই দূরদর্শী চিন্তা-চেতনাই পরবর্তীতে তাকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে টেনে আনে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনিশিক্ষা কেন্দ্র ''ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা''য় ভর্তি হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেধাবী নিজামী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এ মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের একক সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রসংঘের আকর্ষণীয় কর্মসূচি তাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম-উভয় দিকেই তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে কৃতিত্বের সাথে বি,এ পাশ করেন।

ছাত্র আন্দোলনে অবদান

তিনি ১৯৬১ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যোগদান করেন। ঐ সময় মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে এ-আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। কামিল শেষ বর্ষের ছাত্র মাওলানা নিজামী মাদ্রাসা ছাত্র হিসেবে মাদ্রাসা ছাত্রদের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মাদ্রাসা ছাত্রদের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দানের দাবীতে এ আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে এবং এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী। স্থানীয়ভাবে মিছিল, সমাবেশের পাশাপাশি ঢাকায় বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে ঢাকায়

www.pathagar.com

ছাত্রদের ঢল নামে। এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে লাখো ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হয়। ঐদিন ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জুম'আর নামাজ আদায় করে। নামাযের জামাত এতো বিশাল আকার ধারণ করে যে, পরদিন শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকে এ-ছবি ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফলে ইসলাম প্রিয় জনতার মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। এ আন্দোলন এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে, রাজপথে মিছিল চলাকালে রেডিওতে "ছাত্রদের সকল দাবী মেনে নেয়া হয়েছে" বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক সফল আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

১৯৬৩-৬৪ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো মজবুত হয়ে ওঠে। ছাত্রসংঘের কার্যক্রম সাধারণ ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তদানীন্তন আইয়ুব সরকার এ সময় ছাত্রসংঘের উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সরকারি ষড়যন্ত্র ও দমননীতির কাছে মাথানত না করে COP, PDM, DAC এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৬২-৬৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে মাওলানা নিজামীর উপর পূর্বপাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। মাওলানা নিজামী ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সংঘাতমুখর। পরপর তিন বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি (নাজেমে আ'লা) নির্বাচিত হন এবং পর পর দু'বছর তিনি এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ছাত্রদের উদ্যোগে শিক্ষাসপ্তাহ পালিত হয়। এ উপলক্ষে "শিক্ষাসমস্যা-শিক্ষা সংকট" ও "শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন" সংক্রান্ত দু'টি পুস্তিকা বের হয়। নিজামীর নেতৃত্বাধীন গঠনমূলক এ-আন্দোলন সকলের

www.pathagar.com

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রসংঘ শিক্ষাআন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ছাত্র-জনতার কাছে ক্রমে আরও প্রিয় সংগঠনে পরিণত হতে থাকে।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র ইউনিয়নের আসাদ নিহত হয়। আদর্শিক দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মাওলানা নিজামী আসাদের গায়েবানা জানাযায় উপস্থিত হন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাকে ইমামতি করার অনুরোধ জানালে তিনি জানাযায় ইমামতি করেন। এ থেকে বোঝা যায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা নিজামী ছাত্রনেতা হিসেবে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বছর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালের ১৯শে নভেম্বর তিনি জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন। ২০০১-২০০৩, ২০০৪-২০০৬ এবং ২০০৭-২০০৯ সেশনে আমীরের দায়িত্ব পালনের পর ২০১০-২০১২ সেশনের জন্য তিনি পুনরায় আমীর নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) নির্বাচনী এলাকা থেকে ৫ম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তিনি পুনরায় একই এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে দেশবাসীর

www.pathagar.com

নিকট খ্যাতি লাভ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তিনি পার্লামেন্টে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তার বুদ্ধিবৃত্তি, তথ্য, যুক্তি ও সময়োপযোগী বক্তব্য পার্লামেন্টে সকলের সমর্থন লাভ করে। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন

১০ অক্টোবর ২০০১ সালে তিনি কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২০০৩ সালে ২২ মে তাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। দু'টি মন্ত্রণালয়েই তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

হত্যার ষড়যন্ত্র

এদেশের ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কারণে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি তার বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও সংঘাত সংঘর্ষ বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক ডাকা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই বৈঠকে উপস্থিত হন। এ-সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার উপর নগ্ন হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং দীর্ঘ সময় চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

বিগত আওয়ামী দুঃশাসনামলে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট নির্দেশে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আওয়ামী পুলিশ বাহিনী সরাসরি তার মত প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের উপর লাঠিচার্জ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। কিন্তু কোন হুমকি, আঘাত ও আক্রমণ কখনও তাকে বিচলিত করতে পারেনি।

নিজ এলাকার উন্নয়নে নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিজ এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এলাকার রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় মাওলানা নিজামীর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। স্বাধীনতার পর পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া থানা চরম অবহেলিত অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। এ এলাকায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল নেহায়েতই কম। ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষায় গড়ে তোলার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল না। মাওলানা নিজামী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার পর নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ সন্তানদের গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কারণেই মিথ্যাচার

সাঁথিয়ার নাগডেমরার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন সোনাই (৬৮) বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধা ছিলাম। আমাদের এলাকায় নিজামী নামে কোন লোক আছে, তখন আমি জানতামই না। নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর তাকে আমি চিনি। তিনি বলেন, এটা পার্টিগত ইস্যু, আসলে কিছু না। ব্যবসায়ী আহেদ আলী সরকার (৭৫) বলেন, সে সময়তো নিজামীর নামগন্ধই ছিল না। ৮৬ সালে নির্বাচনের সময় তার নাম শুনলাম। ওহাব আলী প্রামাণিক (৬২) বলেন, আমীর হওয়ার পর তার নাম ডাক ছড়িয়েছে। যুদ্ধের সময়তো তার নাম ডাক শুনিনি। ইলেকশনের সময় তাকে চিনি।

সলঙ্গী বটতলায় আবদুল মোর্শেদ (৬২) বলেন, স্বাধীনের সময়ে আমরা নিজামীকে এলাকায় দেখিনি। স্বাধীন হওয়ার অনেক পর তাকে দেখেছি। ডলু মোল্লা (৮০) বলেন, খুব ভালো লোক, তার মধ্যে খারাপ কিছুতো পাইনি। যারা বলায়, তারাতো পয়সা দিয়ে বলায়। এ সময় উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠে, সবই রাজনৈতিক কারণে। নিজামী রাজনীতি ছেড়ে দিক, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না।

মাওলানা নিজামীর বাল্যবন্ধু রুস্তম আলী প্রামাণিক (৭২) বলেন, মনমথপুর স্কুলে নিজামীর সাথে আমরা এক সাথে পড়েছি। স্কুলে যাওয়ার সময় ডানে বায়ে কোন দিকে তাকাতো না। তিনি জানান, ৫৫ সালে শিবপুর মাদ্রাসায় চলে গেলো। শিবপুর মাদ্রাসায় যাওয়ার পর এলাকায় তাকে খুব একটা দেখা যায়নি। এলাকায় আসতোই না। আসলেও সোজা বাড়ীতে আসতো, আবার বাড়ী থেকে চলে যেতো। ওই সময়টাতে সে আসলে পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।

ধূলাউড়ির হাজী আবদুল গফুর ফকির (৭৩) বলেন, যুদ্ধের সময় নিজামীর নামতো আমরা শুনিই নি, এই এলাকার লোক সে সময় তাকে চিনতোই না। '৮৬ নির্বাচনের সময়ই তাকে আমরা চিনি।

হলুদগড়ের ফকির চাদ প্রামাণিক (১০০) ওরফে হাজী সাহেব বলেন, উনার মতো মানুষই হয় না। উনি মানুষ মারবে কী করে? যুদ্ধের সময়তো তার কোন দেখাই ছিল না। তিনি বলেন, আমরাতো সে সময় তার নামই শুনিনি।

প্রকাশকাল : ২২ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কারণেই অপপ্রচারের শিকার মাওলানা নিজামী

শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে নানা রটনা রটানো হচ্ছে বলে মনে করে সাঁথিয়াবাসী। তারা বলছেন, যুদ্ধের সময় ঘনিষ্ঠজন ছাড়া এলাকার মানুষই তাকে ভালোভাবে চিনতো না। মূলত ৮৬ নির্বাচনের সময় তিনি যখন সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তখনই কেবল তাঁকে ভালোভাবে পরিচয় পায় এলাকাবাসী। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাকে এলাকায় দেখেছে এমন কোন বয়স্ক মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষও বলেছে, তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ শুধুই রাজনৈতিক। মাওলানা নিজামীর রাজনৈতিক দর্শন পছন্দ করে না এমন লোকও বলছেন, তাঁর মতো লোক মানুষ হত্যা করতে পারে না।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা সরেজমিন সাঁথিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কথা বলেছি সাধারণ মানুষের সাথে। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর জন্মস্থান মনমথপুর থেকে ৫ মাইল দূরে ধোপাদহ-এর রুদ্রগাতি গ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে কয়েকটি বাড়ি পোড়ানো হয়। এ নিয়ে গ্রামের কৃষক জামাল হাজী (৮০) বলেন, আমাদের পাশের বাড়িটি পোড়ানো হয়। মিলিটারীর কথা শুনলাম, এরপর দৌড়ে গেলাম, পরে দেখলাম আগুন। তখন নিজামীকে দেখিনি। শুধু তখন কেন, যুদ্ধের ওই সময়টাতে তাকে আমরা দেখেনি। তখন কোথায় আছে কি করেছেন, আমরা জানি না। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধের সময় তার নাম এতো ফোটেনি। ৮৬ নির্বাচনের সময় তাঁকে আমরা চিনি। আমার মনে হয় না তাঁর মতো লোক মানুষ হত্যা করতে পারে। ওতো খারাপ লোক না। যাদের বাড়ি পোড়ানো হয়, সে বাড়ির জুলমত ফকিরের ছেলে মাসুদ রানা (২৫) বলেন, যুদ্ধের সময় আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মাওলানা নিজামী সে সময় এ ধরনের কোন কাজ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার পরিবারের কারো কাছ থেকে আমি এ ধরনের কোন কথা শুনিনি।

www.pathagar.com

ওর মতো মানুষই হয় না

হলুদগড়ের ফকির চাদ প্রামানিক (১০০) ওরফে হাজী সাহেব বলেন, ওর মতো মানুষই হয় না। উনি মানুষ মারবে কী করে? যুদ্ধের সময়তো তার কোন দেখাই ছিল না। আমি যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি। আমার একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছি। একদিন বক্কর চেয়ারম্যান এসে বললো, আমার লোক, তাদের রাখতে হবে। তখন তাদের জন্য আমার ঘর ছেড়ে দেই।

ধূলাউড়ির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা মিছা কথা, মতিয়ার ওখানে আছিল না। আর এখন মইত্যা রাজাকার বলে? আমরাতো সে সময় তার নামই শুনিনি। তিনি বলেন, ওর মতো মানুষ হয় না, সোনার ছেলে, তাঁর মতো লোকের দেখা পাওয়া মুস্কিল। একই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা জিন্দা প্রামানিক (৭০) বলেন, এটা ডাহা মিথ্যা কথা। যুদ্ধের সময় আমরা তাকে এলাকায় দেখিনি। তিনি দেশের কোন ক্ষতি করেছেন, আমার কাছে তা মনে হয় না। আমরা তাকে দেখিও নি, শুনিও নি। আবদুল হামিদ (৬০) বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আমি সহযোগিতা করেছি। আমি কোন দল করি না। নিজামীকে নিয়ে যা বলা হচ্ছে, আমি তা বিশ্বাস করি না। উনি খুব ভালো লোক, মানুষ মারার মতো লোক তিনি নন। আদম আলী সরদার (৫০) বলেন, কই যুদ্ধের সময়তো তার নাম শুনিনি। এমন কথা কেন বলা হয়? নাজিম উদ্দিন (৬০) বলেন, যুদ্ধের সময় আমরা উনাকে দেখিনি। উনি কারো ক্ষতি করেছে বলেও শুনিনি।

সবই রাজনৈতিক কারণে

সলঙ্গী বটতলায় শত শত মানুষের ভিড়ে আবদুল মোর্শেদ (৬২) বলেন, স্বাধীনের সময়ে আমরা নিজামীকে এলাকায় দেখিনি। স্বাধীন হওয়ার অনেক পর তাকে দেখেছি। তিনি বলেন, বটেশ্বরকে যারা মেরেছে, তারাই এখন এসব বলছে। তখনতো নিজামীর খোঁজই ছিল না। ডলু মোল্লা (৮০) বলেন, খুব ভালো লোক, তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুতো পাইনি। যারা বলায়, তারাতো পয়সা দিয়ে বলায়। এ সময় উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠে, সবই রাজনৈতিক কারণে। নিজামী রাজনীতি ছেড়ে দিক, তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না।

www.pathagar.com

বটতলার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন জালাল (৭০)। মানুষের ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন, সত্য কথাই বলতে হয়। আগেতো তার নামই জানতাম না। ৮৬ নির্বাচনের সময় তাকে চিনলাম। স্বাধীনের সময় চেনাতো দূরের থাক, অনেক লোক তার নামই জানতো না। হাবিবুর রহমান (৫০) বলেন, উনার খুন খারাবীর রেকর্ড নেই। যারা বলে তারা আন্দাজে বলে। এসবতো সবাই বলে না, দু'একজন মিছা কথা বললেই হলো? ইউসুফ আলী (৫০) বলেন, এটা মানুষের ভুল ধারণা। এ রকম হতেই পারে না। সবাইকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সে ডাকলে আমরা আছি। সাহেব আলী (৭০) বলেন, উনার মতো মানুষ হয়? এ ধরনের কাজ তার দ্বারা হতেই পারে না।

নাগডেমরা মাঠে কথা হয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন সোনাই (৬৮) এর সাথে। তিনি বলেন, এটা পার্টিগত ইস্যু, আসলে কিছু না। আমি লোক হিসেবে তাকে যতটুকু জানি, তিনি এমন কাজ করতে পারেন না। অন্ততঃ তিনি আমাদের এলাকায় এমন কিছু করেননি। অন্য কোথাও করেছেন কিনা, তা জানি না। আসলে উনি ভালো লোক, পার্টি করে বলেই তার বিরুদ্ধে এগুলো বলা হচ্ছে।

ধূলাউড়ির আবদুল জাব্বার প্রামানিক (৮২) বলেন, সে সময় নিজামীর নাম গন্ধই ছিল না। আমরা তাকেতো চিনতামই না। তিনি বলেন, তখন সবাই আওয়ামী লীগ করতো। সারা জীবন আওয়ামী লীগ করেছি।

মনমথপুরের সাহাপাড়ার মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম মাস্টার (৭০) এর বাড়ি পুড়িয়ে দেয় রাজাকাররা। তিনি বলেন, আমরা লুৎফর রাজাকার আর শাহজাহান রাজাকারকে দেখিছি। যুদ্ধের সময়তো নিজামী ছাত্র ছিল। সে সময় আমাদের এলাকায় তাঁকে দেখিনি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আক্কাস আলী (৬৭) ডেমরার হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে বলেন, ঘটনার সময় আমি স্বচক্ষে নিজামীকে দেখিনি। তিনি এ কাজ করেছেন, এমন কোন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যাবে না।

ধূলাউড়ি ইউনিয়নের বাউশগাড়ী বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের পাশে দাঁড়িয়ে রওশন আলম বাবুল (৫৫) বলেন, জামায়াত করে বলেই এ ধরনের কথা বলা হচ্ছে। তিনি যদি দল না করতেন তাহলে এ অভিযোগ করা হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, যুদ্ধের সময় আমাদের এলাকায় তাকে দেখিনি। আর বাইরেও কিছু করেছেন বলে মনে হয় না।

প্রকাশকাল : ২৩ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে ভয়ভীতি ও টাকার বিনিময়ে মিথ্যা ঘটনা সাজানো ও মিথ্যা সাক্ষী বানানো হচ্ছে। মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে তার এলাকায় যে সব অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে, আমরা সরেজমিন সে সব স্থানে গিয়েছি। এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেছি। মাওলানা নিজামী মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন অনৈতিক কাজ করাতো দূরে থাক, সে সময় তিনি এলাকায়ই যাননি। যাদের বরাত দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে,

সাঁথিয়ার রাজাকার আবুবকর খন্দকার। ইনসেটে শাহরিয়ার কবিরের ডকুমেন্টারীতে দেয়া বক্তব্য

তাদেরও বক্তব্য নেয়া হয়েছে। তারা বলেছেন, জোর জবরদস্তি করে নগদ অর্থের বিনিময়ে তাদের মুখ দিয়ে এসব কথা বলানো হয়েছে। আর তাদের শেখানো বুলিই এখন দেশ বিদেশে প্রচার করা হচ্ছে। সাঁথিয়াবাসী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক কারণেই তার বিরুদ্ধে এসব অপপ্রচার। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাওলানা নিজামী এলাকায় এসেছেন এমন কোন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যাবে না। যিনি এলাকায়ই আসেননি, তার বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ!

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির শাহরিয়ার কবির নির্মিত ডকুমেন্টারিতে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে তার এলাকার কয়েকজনের

www.pathagar.com

ভাষ্য দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে রাজাকার আবুবকর খন্দকার এবং রাজাকার আবদুল হাই। এ দু'জনই জানিয়েছেন, তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে শেখানো বুলি আওড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। এজন্য নগদ অর্থও দিয়েছিল।

রাজাকার আবুবকর খন্দকার ডকুমেন্টারিতে বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগকে মারার জন্য মতিউর রহমান নিজামী রাজাকার নিয়ে এই গ্রামে অত্যাচার শুরু করে। ওই সময় আমাকে বলে আপনি যান, তাহলে আমরা বাঁচি। আপনার আনসার ট্রেনিং আছে, আপনার অভ্যাস আছে, আপনি বন্দুক ফুটাইতে পারবেন। আমি গেলাম। পেটের দায়ে ওখানে চলে

সাঁথিয়ার রাজাকার আবদুল হাই। ইনসেটে শাহরিয়ার কবিরের ডকুমেন্টারীতে দেয়া বক্তব্য

গেলাম। গিয়ে আমি সেখানে একমাস ছিলাম।" পরে তিনি জানালেন সেদিনের আসল ঘটনা। তিনি বলেন, জোর জুলুম করে এক রকম ধইরা এগুলো বলাইলো। তাই বললাম। কারা আপনাকে জোর করলো এর জবাবে তিনি বলেন, সংবাদদাতা বললো, আওয়ামী লীগের লোকেরা বললো, তুমি এ কথা বলো। তিনি বলেন, আমাকে খুব ভয় দেখালো। আমি যোহর নামাজ পড়ছিলাম, নামাজ থেকে আমাকে জোর করে নিয়ে গেলো, ৮ রাকাত নামাজ পড়েছিলাম, আরো বাকী ছিল। এ সময় জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। বললো, এটা বলতে যে, ২টা মেয়ে লোককে আর্মির হাতে তুলে দিলাম। রাজাকাররা ধরে নিয়ে আসলো, নিজামী নাকি সাথে ছিল,

www.pathagar.com

এটা কওনের জন্য বললো। মাওলানা নিজামী কী সেখানে ছিলেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসলে আমি তাকে দেখিই নি। তার সাথে আমার দেখাই হয়নি। আমাকে জোর করে এগুলো বলালো, এক হাজার টাকা দিলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দেয়।

শাহরিয়ার কবিরের ডকুমেন্টারিতে কথা বলেন রাজাকার আবদুল হাই। তিনি বলেন, "৭১ এর সময় নিজামী আমাদের বাড়িতে থাকতো। আমার আব্বার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। একই গ্রামের লোক। এসে বুঝাইতো রাজাকারে গেলে ভালো হবে। একটা চাকরি হবে। তোমরা সুযোগ সুবিধা পাবা। অনেক কিছুই হবে। এ প্রলোভন দিয়ে আমাকে রাজাকারে ভর্তি করিয়েছিল।"

পরে সেদিনের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, "আমি একদিন বাজারে বেড়াচ্ছি, এসময় সাঁথিয়ার সাংবাদিক আবু সামা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। সাঁথিয়া অডিটোরিয়ামের রুমে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো, বললো আসেন, আপনার সাথে আলাপ আছে। ওখানে গিয়ে দেখি শাহরিয়ার কবির আছে। আরো ছিল মুকুল চেয়ারম্যান। আরো লোক ছিল।" তিনি বলেন, "কেচি গেইট আটকিয়ে ওখানে নিয়ে বললো, নিজামীর বিরুদ্ধে তোমাকে এসব বলতে হবে। নিজামী তোমার বাড়িতে ছিল, সে রাজাকার আছিল, তোমাকে রাজাকারে যাওয়ার নির্দেশ দিছে। এগুলো বলতে ভয়ভীতি দেখালো।" তিনি বলেন, আসলে নিজামী আমাকে এসব বলেনি। স্বাধীনের সময় তার সাথে আমার দেখা, সাক্ষাৎ হয়নি। তাহলে এমন কথা কেন বললেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাকে আটকিয়ে জোর করে এগুলো বলতে বললো। না বললে অসুবিধা হবে। ওখান থেকে বের হতে দিবে না। শারীরিকভাবে অত্যাচার না করলেও মারতে নিয়েছিল।

আবদুল হাই এর রাজাকার হওয়া নিয়ে আমরা কথা বলি তার গ্রামের মানুষের সাথে। মনমথপুরের আবদুল মালেক (৫২) বলেন, আবদুল হাইকে রাজাকারে নিয়েছে তার পিতা হাফিজ উদ্দিন। নিজে দালালী করতো আর তার ছেলেকে দিয়েছিল রাজাকারিতে।

প্রকাশকাল : ২৩ এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

বৃশালিকা হত্যাকাণ্ড

মুক্তিযোদ্ধারাই বলছেন হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, তাকে সে সময় এলাকায়ই কেউ দেখেনি

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নিজ উপজেলা সাঁথিয়ার পার্শ্ববর্তী উপজেলা বেড়া। বেড়ার বৃশালিকা গ্রামের একটি হত্যাকাণ্ডের সাথে মাওলানা নিজামীর নাম জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ এলাকার মুক্তিযোদ্ধারাই বলছেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডতো দূরের কথা, মাওলানা নিজামীকে সে সময় এলাকায়ই কেউ দেখেনি। এ নামে কেউ থাকতে পারে এলাকার মানুষও সেটা জানতো না। সে হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছিল, তাদেরকে প্রকাশ্যই শাস্তি দিয়ে মারা হয়। এর সাথে নিজামীর নাম জড়ানোয় বিস্ময় প্রকাশ করে এলাকাবাসী বলেছেন, এসব অভিযোগ ডাহা মিথ্যা, ভিত্তিহীন। তার মতো মানুষই হয় না। এলাকার মানুষ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছে, ঐ সময় তিনি এলাকায় ছিলেন কেউ তা প্রমাণ দিতে পারবে না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ডাহা মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে।

বেড়ার উপজেলার বৃশালিকা গ্রামের আমিনুল ইসলাম ডাবলু গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছিল, তার পিতা সোহরাব আলী, প্রফুল্ল, ভাদু, মনু, ষষ্ঠীকে নিজামীর নির্দেশেই হত্যা করা হয়। তাছাড়া নিজ এলাকায় নিজামী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত বলে ডাবলু গণতদন্ত কমিশনকে জানালে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বেড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই, বদিউল আলম, ফজলুর রহমান ফকির, ওয়াদুদ খান, নূরুল ইসলাম, আবু জাফর, আসাদুদ-দৌলা, আবদুল খালেক চাদ প্রমুখ। তারা লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছিলেন, আমিনুল ইসলাম ডাবলু যে তথ্য দিয়েছেন তা সবই মিথ্যে। এটা ছিল কোন অদৃশ্য শক্তির শিখিয়ে দেয়া তথ্য। কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাবলুর বয়স হয়েছিল মাত্র এক বছর। এক বছরের বালকের পক্ষে কী এসব তথ্য জানা সম্ভব ছিল?

এনিয়ে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম সেই এলাকায়। মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রিতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে কথা বলা হয়।

www.pathagar.com

সাবেক সরকারী কর্মকর্তা বেড়া উপজেলার বাসিন্দা এটিএম ফজলুর রহীম (৫৫) বলেন, স্বাধীনতার ৯ মাসে আমি নিজামীকে আমাদের এলাকায় দেখিনি। ডাবলুর অভিযোগ ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা। মানুষ হিসেবে নিজামীকে আমি ভাল মানুষ হিসেবেই চিনি। তার মতো ভাল মানুষ পাবনায় পাওয়া দুস্কর।

বেড়া বণিক সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ ফজলুর রহমান ফকির (৬৭) বলেন, আমার জানা মতে একাত্তর সনে বৃশালিকা গ্রাম ঘিরে ঐ পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সে সময় নিজামীর নাম গন্ধও বেড়া-সাঁথিয়ায় ছিল না। বেড়া-সাঁথিয়ার মধ্যে নিজামী নামের কোন লোক আছে এটা কারো জানা ছিল না। অতএব নিজামী সাহেবের নির্দেশে ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। উনি এধরনের কাজ করতে পারে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। আর অভিযোগকারীর বয়স ছিল সে সময় মাত্র ১ বছর। তিনি কিভাবে শিশু মানুষ হয়ে এটা দেখলেন। যা হাস্যকর বটে। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বলেছে। তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালে এমপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ালে সেবার আমি তাকে প্রথম চিনতে পারলাম। পরে ১৯৯১ সালে এমপি নির্বাচিত হবার পর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে আমি তাকে ভাল করে চিনতে পারি। তিনি বলেন, নিজামী একজন ভাল মানুষ। প্রকৃত একজন আল্লাহ ওয়ালা লোক।

বেড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলতাব হোসেন (৬২) বলেন, বৃশালিকা গ্রামের ৫ জন হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল তারা হলো আসাদ ও আফজাল। তারা দুজন মিলিটারীদের সহযোগিতায় তাদের হত্যা করে। তাদের দুজনকেই মুক্তি বাহিনী অনেক শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল। সে সময় নিজামী নামে বেড়া সাঁথিয়ায় কেউ আছে আমরা জানতাম না। তাকে চিনি ৮৬ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

রাকসুর ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত সাবেক সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ খান (৭৪) বলেন, আমি নয় মাস চাকরী না করে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতা করার জন্য আমার এলাকায় এসেছিলাম। বিভিন্ন ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি। কিন্তু ঐ সময়ে আমি নিজামীর কোন নাম কারো মুখে শুনিনি। এমনকি কেউ তাকে চিনতো বলে প্রমাণ দিতে

www.pathagar.com

পারবে না। তিনি বলেন, প্রথমে আমি তাকে চিনি ১৯৭৮ সালে। ৮৭ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করার কারণে আমি জেলে ছিলাম। আমার সাথে ছিল সে সময়ের আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মজিদ ও অপর এক আওয়ামীলীগের নেতা। আব্দুল মজিদ নিজামীকে যুদ্ধের সময় মানুষ হত্যাকারী বললে অপর নেতা এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। তিনি বলেন, আমি যে মতেরই মানুষ হই না কেন সত্য কথা বলতে নিজামী একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ। তার মতো ভদ্রলোক আমাদের দেশে বড়ই অভাব। মূলতঃ রাজনৈতিক কারণেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। তিনি বৃশালিকা গ্রামের ডাবলুর অভিযোগ মিথ্যা অবহিত করে বলেন, সে সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১ বছর। এতো শিশুকালে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হলেন কিভাবে?

১ বছরের শিশু প্রত্যক্ষদর্শী হয় কী করে?

বৃশালিকা গ্রামের জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মির্জা আব্দুল হামিদ খালেদ মোঃ জোৎস্না (৫৮) বলেন, নিজামীর নির্দেশে বৃশালিকায় মানুষ হত্যা করা হয়েছিল এই অভিযোগ কাল্পনিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভিত্তিহীন ও অসত্য। অভিযোগকারীর বয়স ছিল সে সময় মাত্র ১ বছর। এক বছর বয়সের একজন শিশু প্রত্যক্ষদর্শী হয় কিভাবে ?

বৃশালিকা গ্রামের আব্দুল আওয়াল (৬৫) বলেন, ডাবলুর অভিযোগ সত্য নয়। কারণ সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১ বছর। আমি এতোটুকু বলতে পারি সে সময় নিজামী নামে আমি কাউকে চিনতাম না।

মুক্তিযুদ্ধকালে নিজামীর নামই শুনি নি

বেড়া উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফেরদৌস হোসেন বাচ্চু (৬১) বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধকালে সাঁথিয়া বেড়ায় নিজামীর নাম কখনও শুনিনি। ৮৬ সালের নির্বাচনে উনি প্রার্থী হলে প্রথম তাকে আমি চিনি। ঐ সময় তিনি এলাকায় ছিলেন একথার কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। যদি কেউ বলে থাকে তা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে।

www.pathagar.com

বেড়া বাজার বণিক সমিতির সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শরিফ খান (৫৪) বলেন, স্বাধীনতার সময় সাঁথিয়া বেড়ায় নিজামীর কোন নাম গন্ধও ছিল না। সে সময় আমাদের এলাকার কোন লোক তাকে চেনেই নাই। বৃশালিকা নিয়ে যে ডাবলু অভিযোগ করেছে সেটা মোটেও সত্য নয়। বৃশালিকার ৫ জন হত্যা করেছিল পাক বাহিনীর সহায়তায় আসাদ ও আফজাল। পরে মুক্তিবাহিনী তাদের অনেক কায়িক শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, ৮৬ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমি নিজামীকে চিনি। আমার জানা মতে উনি সাঁথিয়া বেড়ার এধরনের কোন ঘটনার সাথে জড়িত নয়। সত্যি বলতে কি উনি একজন অত্যন্ত সৎ লোক।

বেড়া উপজেলার ২ বার নির্বাচিত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রওশন আলী (৬০) জানান, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমি সর্ব প্রথম নিজামীকে চিনি। তিনি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এমন কোন প্রমাণ পাই নি। কেউ প্রমাণ দিতেও পারবে না। যদি কেউ রাজনৈতিক কারণে বলে তাহলে ধরে নিতে হবে সে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে। যুদ্ধের সময় আমি জাতসাখিনী ইউনিয়নের সংগ্রাম পরিষদের সেক্রেটারী ছিলাম। ফলে জেলার বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমার সব সময় যোগাযোগ হয়েছে। সে সময় নগরবাড়ি ঘাটে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যা পাক সেনারা ঘটিয়েছিল। কিন্তু কেউ কখনও নিজামী নামে কাউকে চিনতো না এমনকি নামও জানতো না। আপনার দৃষ্টিতে নিজামীকে কেমন মানুষ এমন প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন, 'আমি যে মতের মানুষই হইনা কেন সত্যি বলতে গেলে বলতে হবে তিনি একজন সুপারম্যান। একজন সৎ ও পবিত্র মানুষ।'

তার মতো মানুষ পাওয়া দায়

জাতসাখিনী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ গণি ফকির (৬১) বলেন, আমি যুদ্ধের সময় কখনও তার নামতো দূরের কথা নামের গন্ধও শুনি নি। আমার সামনে কেউ বলতে পারবে না আমি সে সময়

www.pathagar.com

নিজামী নামে কাউকে চিনি বা নাম শুনেছি। তিনি বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় নগরবাড়ী ঘাটের দায়িত্বে ছিলাম। আমি কখনও তার নাম কারো মুখে শুনিনি। তিনি বলেন, মূলত উনি একজন অত্যন্ত সৎ মানুষ। তার মতো ব্যক্তি যদি দেশে ৫০ জন থাকতো আর সেই ৫০ জন ৫০ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতো তাহলে দেশ সোনার খনিতে পরিণত হতো। তার মতো ভাল মানুষ আমাদের দেশে পাওয়া দায়।

এ ব্যাপারে আমিনুল ইসলাম ডাবলুর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ৭১ সালে আমার বয়স ছিল ৩ বছর। বড় হয়ে এসব ঘটনা আমি এলাকাবাসীর মুখেই শুনেছি। আমি নিজের চোখে দেখিনি।

www.pathagar.com

পাবনার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকার

তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খুব শ্রদ্ধা করেন- শামসুল আলম

পাবনা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম বলেন, ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা জেলায় যতগুলো মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে বলতে গেলে তার সবগুলোই নকশালদের হাতে মারা গেছেন। সে সময় নকশালরা পাক সেনাদের সাথে এক হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে। সে সময় আমাদের মূল ফাইট হয়েছিল নকশালদের সাথে। তিনি বলেন, আমি সে সময় নিজামীর নামই শুনি নি এবং তাকে চিনিও নাই। তাকে আমি প্রথম চিনি ৮৬ সালে। উনি সে সময় সাঁথিয়া-বেড়া থেকে এমপি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই তাকে আমি দেখি। পাবনার কেউ বলতে পারবে না যে, তাকে কেউ সে সময় (৭১ সালে) চিনতেন। যদি কেউ বলে তাহলে মিথ্যা কথা বলবে। তিনি বলেন, তিনি সব সময় মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করেন। তিনি এমপি মন্ত্রী থাকাকালিন তার কাছে কোন মুক্তিযোদ্ধা গেলে তার পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার থাকলে কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। নিজামী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাঁথিয়ায় ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অফিস করে দিয়েছেন। যেখানে ছিল একটি ভাংগা টিনের ঘর। যা দিয়ে পানি পড়তো। তার আগে অনেকের কাছেই এটি সংস্কারের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কোন সহযোগিতা করে নি। কিন্তু নিজামীর কাছে আবেদন করার সাথে সাথে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঐ বিল্ডিং করে দেন। তিনি বলেন, সে সময় সাঁথিয়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিল বর্তমান সাঁথিয়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন মুকুল। তিনিও এই বিল্ডিং উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি চেনার পর থেকে নিজামী ভাল মানুষ হিসেবেই চিনি। তার দ্বারা কোন দিন কোন মানুষের ক্ষতি হয়েছে তা আমার বিশ্বাস হয় না।

www.pathagar.com

তার সময় তৈরি অফিসেই সাঁথিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা বসেন-আহমদ শফিক

পাবনা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ শফিক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের দায়িত্বে ছিলাম। এ সময় আমার শেল্টার দিয়েছিলেন শাহাদত হোসেন মাস্টার। সে সময় ৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে যায়। তার মধ্যে ৪ জনকেই তারা মেরে ফেলে। শুধু আমি বেঁচে আছি। তিনি বলেন, ৯ মাস যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে কিংবা তার পরও কখনও নিজামীকে আমি চিনতামও না তার নাম আমি কারো মুখে শুনিও নি। যেহেতু তাকে কেউ চিনতোই না সেহেতু তার বিরুদ্ধে যে সব মানবতা বিরোধী অভিযোগ করা হচ্ছে, মোটেও সত্য নয়। কেউ তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনলে তা ডাহা মিথ্যা কথা ছাড়া আর কিছুই না। কেউ বললেও রাজনৈতিক আক্রোশে বলছে। তিনি বলেন, তার সময়ে পাবনায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যা করা হয়েছে তা অন্য কোন মন্ত্রী কিংবা এমপির সময়ে করা হয়নি। শুধু সাঁথিয়াতেই প্রায় ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিল্ডিং করে দিয়েছেন। সেই অফিসেই সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা বসেন। তিনি বলেন, আমি তাকে চেনার পর থেকে একজন ভাল মানুষ হিসেবেই জানি। তার মতো দ্বিতীয় লোক আর পাবনায় আসবে কিনা আমার জানা নেই।

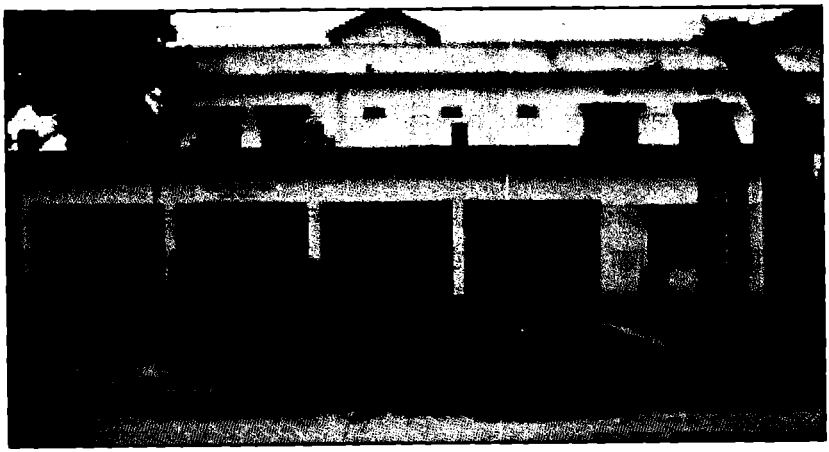

মাওলানা নিজামীর হাতে গড়া সাঁথিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়

www.pathagar.com

ফটো এ্যালবাম

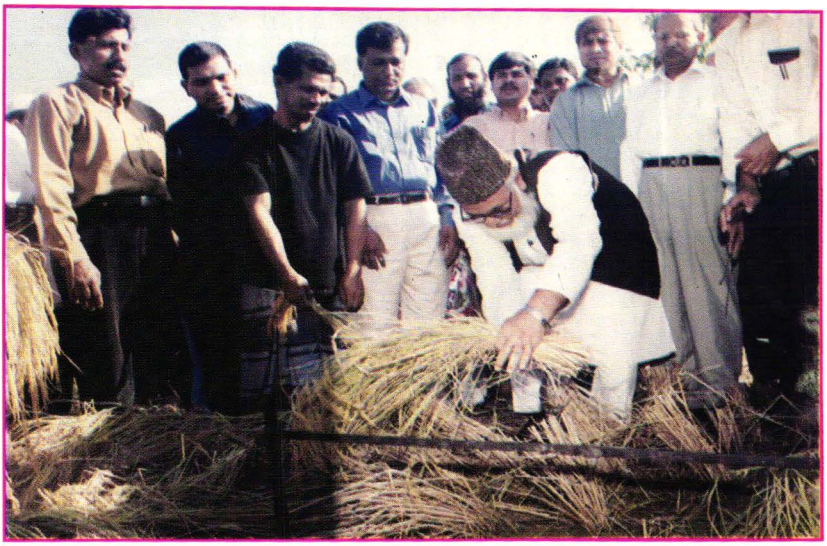

তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ধান কাটা উদ্বোধন করছেন।

নিজ নির্বাচনী এলাকায় অসহায় মানুষের মাঝে ঢেউ টিন বিতরণ করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

www.pathagar.com

সাঁথিয়া উপজেলা কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন করছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকার ভিত্তি প্রস্থর ফলক উন্মোচন শেষে মোনাজাত করছেন। পাশে শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি।

www.pathagar.com

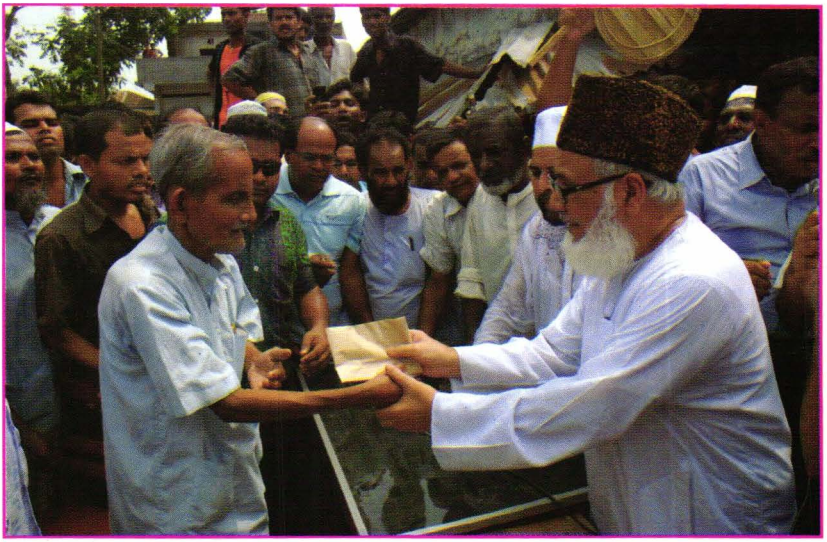

২০১০ সালের ১৬ মে সাঁথিয়ার বনগ্রাম বাজারে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে বাজার বণিক সমিতির সভাপতি শ্রী হরিপদ সাহাকে নগদ অর্থ প্রদান করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

২০০৪ সালে ১৫ আগস্ট সাঁথিয়া মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী ভবনের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন শেষে মুনাজাত করছেন মাওলানা নিজামী। পাশে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ইউনিট কমান্ডের তৎকালীন কমান্ডার ও বর্তমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন মকুলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন।

www.pathagar.com

২০০৪ ঃ যমুনা নদী ভাঙ্গন থেকে বেড়া-সাঁথিয়া রক্ষায় আড়াইশত কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। নিচে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের দৃশ্য।

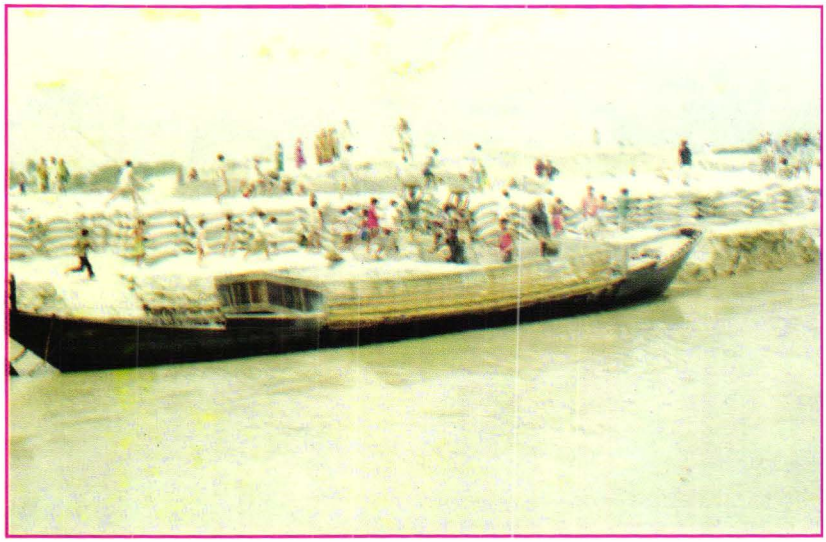

www.pathagar.com

২০০৬ সালের ১৩ অক্টোবর পাবনা সার্কিট হাউজের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন জামায়াতের আমীর ও তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এ সময় পাশে সাবেক এমপি মাওলানা আব্দুস সুবহান, সাবেক এমপি কে এম আনোয়ার, জেলা প্রশাসক গোলাম মওলা ও জেলা বিএনপির সভাপতি মেজর (অব.) কে এস মাহমুদকে দেখা যাচ্ছে। এই ভিত্তি প্রস্থরের নাম ফলকটিই ভেঙ্গে ফেলেছে ছাত্রলীগ।

২০০৮ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে রাজধানীতে প্রতিবাদ মিছিল।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে লন্ডনে প্রতিবাদ।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে ২৭ জুন সাংবাদিক সম্মেলনে একই টেবিলে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির তৎকালীন নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আওয়ামীলীগ নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।

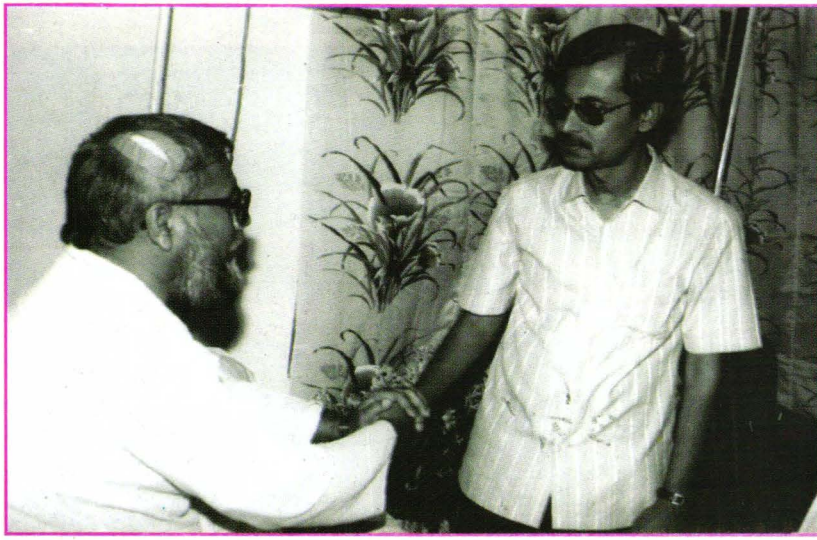

শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আহুত সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের মিটিং-এ জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নিজামী সন্ত্রাসী হামলায় শিকার হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় তাকে দেখতে যান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সেলিম।

www.pathagar.com

২০০৮ ঃ ঢাকাস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে করমর্দন করছেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান, পাশে রয়েছেন বায়তুল মোকাররমের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি নুরুদ্দিন ও বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলাওয়ার হোসেন।

২০০৭ ঃ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে করমর্দন করছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সামছুল আরেফীন